103

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 05 MAR 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ ॥ উত্তেজনা, হলের গেটে গেটে মেটাল ডিটেকটর

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের রাজনীতিতে নয়া মেরুকরণ হচ্ছে। ক্যাডাররা বিভক্ত হয়ে নতুন জোট সৃষ্টি করছে। ক্যাম্পাস এখন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত জহুরুল হক হলে সংঘর্ষের সম্ভাবনা প্রবল।

বুধবার ছাত্রলীগের সাবেক বহুজাতিক গ্রুপের গোপালগঞ্জ অংশের নিয়ন্ত্রক কিছু ক্যাডার নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। ছাত্রলীগের সাবেক 'মাদারীপুর-শরীয়তপুর' গ্রুপের 'রতন-তমি' অংশটি ক্যাম্পাসে তাদের স্বাগত জানায়। রতন-তমি গ্রুপবিরোধী শামীম গ্রুপের ক্যাডাররা ঘটনাটি সহজে মেনে নিতে পারেনি। ফলে মধুর ক্যান্টিনে এক থমথমে পরিবেশের সৃষ্টি হয়। যেকোন সময় বিস্ফোরণের আশঙ্কা দেখে কেন্দ্রীয় সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক পরিস্থিতি আপাতত শান্ত করার চেষ্টা করে বিদায় নেন। গোপালগঞ্জ গ্রুপের নামী ক্যাডার শাহীন খান, 'সাদা সেন্টু' গতকাল ক্যাম্পাসে এলে পরিবেশ গরম হয়ে ওঠে। সংগঠন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই ক্যাডাররা শামীম গ্রুপ নিয়ন্ত্রিত জহুরুল হক হলে যেকোন সময় হামলা চালাতে পারে। এই দুই ক্যাডারকে তনাই হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন হলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলন ঠেকাতে ক্যাম্পাসে আলামত সৃষ্টির পাঁয়তারা চলছে। এ প্রসঙ্গে ক্যাম্পাসে ফিরে আসা ছাত্রলীগের নেতা খিজির হায়াত লিজুর সঙ্গে আলাপ করলে তিনি বলেন, 'প্রায় চার বছর তো হয়ে গেল, আর কতদিন। সংগঠনের প্রয়োজনেই এখন সম্মেলন প্রয়োজন।' তিনি বলেন, ছাত্রলীগের দু'টি ক্যাডার গ্রুপ ক্যাম্পাসে এখন মুখোমুখি অবস্থান করছে। এই লড়াই কোন নীতি আদর্শের লড়াই নয়, এটি হচ্ছে নিতান্তই ব্যক্তির সংঘাত। ক্যাডাররা ছাত্রলীগের রাজনীতিকে গ্রাস করে ফেলেছে। ক্যাডারদের হাত থেকে ছাত্রলীগের রাজনীতি উদ্ধারের কথা বলতে গিয়ে দিন চারেক আগে মার খেয়েছেন রেজাউল করিম তরফদার। তিনি মোহসিন হল শাখা সভাপতি। তিনি ক্যাম্পাসে নন-ক্যাডার ছাত্রনেতা হিসাবে পরিচিত। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি তরফদারকে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় কোন সংগঠনিক সিদ্ধান্ত নেয়নি। এদিকে ছাত্রলীগের নন-ক্যাডার ছাত্র নেতৃবৃন্দ বর্তমান কমিটির সভাপতি-সাধারণ সম্পাদককে ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার ষড়যন্ত্র করছে।

ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদলের ক্যাডারদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জের হিসাবে ক্যাম্পাসে প্রচুর অস্ত্রধারী প্রবেশ করছে। ক্যাডারদের ক্যাম্পাসে প্রবেশ রোধে গতকাল বুধবার ক্যাম্পাসের সবক'টি গেটে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করে ছাত্রদের ঢুকতে দেয়া হয়। নিরাপত্তাজনিত কারণে ক্যাম্পাসে ডিবি, এসবিসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার প্রায় ১২ শতাধিক পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়াতে সর্বক্ষণিকভাবে পরিস্থিতির ওপর বিশেষ নজর রাখছে।